যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪৯১

১/ বিবিধ

আরবী

نهى عن بيع وشرط

ضعيف جدا

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (18 / 63) حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة، وقال فيها أيضا (29 / 132) ، وفي (3 / 326) : يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي سلمة وشريك، ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، ذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه، وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا، أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك، شرط صحيح قلت وقد أشكل هذا على بعض الطلبة في المدينة المنورة فذكر ما أخرجه الحاكم في " علوم الحديث " (ص 128) بأسانيد له عن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال
قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل
ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته؟ فقال: البيع جائر، والشرط جائز فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه

وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل
ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها.
البيع جائز، والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال
ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، وشرط لي حملانها إلى المدينة
البيع جائز والشرط جائز
أقول: ولا إشكال في هذا، لأن السند مداره على ابن زاذان، وهو شديد الضعف، لقول الدارقطني فيه: متروك. وشيخه الذهلي، لم أعرفه ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1 / 264 / 4521)
ثم لوصح السند بذلك إلى أبي حنيفة، لم يصح حديثه، لما هو معروف من حال أبي حنيفة رحمه الله في الحديث، كما سبق بيانه (ص 536، 625) ولذلك استغرب حديثه هذا الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " (3 / 20 - بشرحه سبل السلام)
وعزاه للطبراني أيضا في " الأوسط " واستغربه النووي أيضا وحق لهم ذلك، فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع"
أخرجه أصحاب السنن، والطحاوي، وغيرهم، وهو مخرج في " الإرواء " (1305)
فهذا هو أصل الحديث، وهم أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظا عنه
والله أعلم

বাংলা

৪৯১। তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে শর্ত করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

শাইখুল ইসলাম “মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া” গ্রন্থে (১৮৬৩) বলেছেনঃ হাদীসটি বাতিল। মুসলিমদের কোন কিতাবে

নেই। বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেছেন (২৯/১৩২, ৩/৩২৬) আবু হানীফা (রহঃ), ইবনু আবী লায়লা ও শুরায়েক হতে বর্ণিত কোন এক ঘটনার মধ্যে এটি বর্ণিত হয়েছে। একদল ফিকহের রচয়িতা তাদের ফিকহ গ্রন্থে এটিকে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের কোন গ্রন্থে এটি পাওয়া যায় না। এটিকে ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য আলেমগণও অস্বীকার করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, এটিকে চেনা যায় না এবং এটি সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক।

আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, শর্ত করা পণ্যের মধ্যের একটি গুণাবলী। যেমন শর্ত করা হলো যে, দাসকে লেখক বা কর্মকার হতে হবে বা লম্বা কাপড় হতে হবে বা যমীনের পরিমাণ ... ইত্যাদি সহীহ শর্ত।

এটি মদীনা মুনাওয়ারাতে কোন কোন ছাত্রের কাছে মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। সে উল্লেখ করে যে, হাকিম "উলুমুল হাদীস" গ্রন্থে (পৃ. ১২৮) তার সনদে আব্দুল্লাহ হতে এবং তিনি আব্দুল ওয়ারেস ইবনু সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমি মক্কায় আসলাম, সেখানে আবু হানীফা (রহঃ), ইবনু আবী লায়লা এবং ইবনু শাবরুমাকে পেলাম।

আমি আবু হানীফাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন যে কিছু বিক্রয় করল এবং তার সাথে কোন শর্ত করল? উত্তরে বললেনঃ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল এবং শর্তটিও বাতিল।

অতঃপর ইবনু আবী লায়লার নিকট আসলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেনঃ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, শর্তটি বাতিল।

অতঃপর ইবনু শাবরুমার নিকট আসলাম এবং তাকেও জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেনঃ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, শর্তও বৈধ।

আমি বললামঃ সুবহানাল্লাহ ইরাকের তিন ফোকাহা একই মাসআলাতে মতভেদ করলেন!

তারপর আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তাকে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেনঃ জানিনা তারা দু'জন কি বলেছেন। আমাকে আমর ইবনু শুয়ায়েব আন আবীহে আন জাদ্দেহি হাদীসটি শুনিয়েছেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে শর্ত নিষিদ্ধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয় বাতিল এবং শর্তও বাতিল।

অতঃপর ইবনু আবী লায়লার নিকট আসলাম এবং তাকে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেনঃ জানিনা তারা দু'জন কি বলেছেন। আমাকে হিশাম ইবনু উরউয়া তার পিতা হতে হাদীস শুনিয়েছেন আর তিনি বর্ণনা করেছেন আয়েশা (রাঃ) হতে। তিনি বলেনঃ আমাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যেন, আমি বারীরাকে ক্রয় করি, অতঃপর তাকে স্বাধীন (মুক্ত) করে দেই। ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, তবে শর্তটি বাতিল।

অতঃপর ইবনু শাবরুমার নিকট আসলাম, তাকে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেনঃ জানিনা তারা দু'জন কি বলেছেন। আমাকে মিসায়ার ইবনু কিদাম মুহারিব ইবনু দিসার হতে হাদীস শুনিয়েছেন এবং তিনি জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। জাবের বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি উট বিক্রয় করলাম। তিনি শর্ত করলেন সেটিকে যেন আমি মদীনা পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়। ক্রয় বিক্রয় বৈধ, শর্তও

বৈধ।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এতে কোন প্রশ্ন নেই, কারণ তার সনদের [আলোচ্য হাদীসের] কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন ইবনু যাযান, তিনি খুবই দুর্বল। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেনঃ তিনি মাতরূক। তার শাইখ যুহালীকে আমরা চিনি না। এ মাধ্যমেই তাবারানী “মুজামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/২৬৪/৪৫২১) উল্লেখ করেছেন।

তার পরেও যদি হাদীসটির সনদ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) পর্যন্ত সহীহ হয়। তবুও তার হাদীসটি সহীহ নয়, হাদীসের ক্ষেত্রে আবু হানীফার অবস্থা নাজুক হওয়ার কারণে। যেমনটি তার অবস্থা সম্পর্কে ৪৫৮ নং হাদীসের আলোচনায় জেনেছেন।

ইবনু হাজার "বুলুগুল মারাম" (৩/২০) গ্রন্থে তার এ হাদীসটিকে এ কারণেই গারীব মনে করেছেন, নাবাবীও গারীব মনে করেছেন।

হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে আমর ইবনু শুয়ায়েব আন আবীহে আন যাদ্দেহি হতে নিম্নের শব্দে নিরাপদঃ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেচা-কেনার মধ্যে দু’ শর্তকে নিষিদ্ধ করেছেন।

এটি বর্ণনা করেছেন সুনান রচয়িতাগণ, তাহাবী ও অন্যরা। এটির তাখরীজ করা হয়েছে “ইরউয়াউল গালীল” গ্রন্থে (১৩০৫)।

এটিই হচ্ছে আসল হাদীস। আবু হানীফা (রহঃ) তার বর্ণনাতে সন্দেহ করেছেন যদি তার থেকে মাহফুয হয়।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68076

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন